ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে রোগী ব্যবস্থাপনা, পিপিই ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক নির্দেশনা

---

১. সেবাকেন্দ্রে কর্মকর্তা-কর্মী, আগত রোগী ও রোগীর সহকারী/সহযোগী সার্বক্ষনিকভাবে মানসম্পন্ন (তিন পরত/স্তর বিশিষ্ট কাপড় বা সার্জিকেল) মাস্ক যথাযথ ভাবে (নাক-মুখ সম্পূর্ন ঢেকে) পরিধান করতে হবে। মাস্ক পরিধান ব্যাতীত সেবাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবেনা।

২. সেবাকেন্দ্রে আগত কর্মকর্তা-কর্মী, আগত রোগী ও রোগীর সহকারী/সহযোগীর জুতা জীবানমুক্ত করে ভিতরে প্রবেশ করতে করাতে হবে।

৩. সেবা কেন্দ্রে আগত সকল কর্মকর্তা কর্মচারী, রোগী বা রোগীর সহকারী/সহযোগী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে আবশ্যকীয়ভাবে সাবানপানি দিয়ে নিয়মমত অন্তত পক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুতে হবে।

৪. সেবা কেন্দ্রের প্রবেশ পথে বা যথাসম্ভব সামনের দিকে ফিভার কর্নার স্থাপন করতে হবে।

৫. আগত রোগীদেরকে নন কনটাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (৩৭.৮$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড এর বেশি) হলে ফিভার কর্নারে প্রেরণ করতে হবে।

৬. আগত কারো শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (৩৭.৮$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড এর বেশি) হলে ফিভার কর্নারে রোগের বিবরণ শুনে করোনা সন্দেহ হলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরীক্ষ-নিরীক্ষার জন্য রেফার করা হবে। অন্যথায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা কেন্দ্রের ভিতরে প্রেরণ করা হবে।

৭. গার্ড এবং রিসিপসনিষ্ট আগত রোগীদেরকে অবশ্যই নিরাপদ শারীরিক দুরত্ব (কমপক্ষে তিন ফুট) বজায় রেখে রোগীদের তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৮. সেবা কেন্দ্রসমূহে আগত কর্মকর্তা-কর্মী, রোগী বা রোগীর সহকারী/সহযোগী একে অন্যদের থেকে নিরাপদ শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরাসরি স্বাস্থ্য সেবাদান কাজে জড়িত ডাক্তার, নার্স, প্যামেডিকস, ল্যাব টেকনিশিয়ানদের অবশ্যই যথাযথ মানসম্পন্ন ও প্রযোয্য পিপিই সেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১০. প্রত্যেক রোগীকে সেবাদানের পূর্বে ও পরে অবশ্যই যথাযথ উপায়ে (হাত ধোয়া বা হেক্সিসল ব্যবহার করা) হাত জীবানুমুক্ত করে নেওয়া।

১১. রোগী প্রবেশের সময় যেসকল স্টাফরা রোগীর সংস্পর্শে আসেন এবং টাকা বা কাগজপত্র আদান-প্রদান করেন যেমন গার্ড, রিসিপসনিষ্ট, এডমিন, কাউন্সেলর এরা প্রটোকল অনুযায়ী সার্জিকেল মাস্ক, গ্লাভস ব্যবহারের পাশাপাশি অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য আই/ফেইস নিরাপত্তামূলক গগল/গ্লাস-শিল্ড ব্যবহার করা।

১২. সম্ভব হলে প্রযোয্য ক্ষেত্রে আগত রোগী ও সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মীদের মাঝে কাঁচের বা স্বচ্ছ পলিথিনের ব্যারিয়ার স্থাপন করা।

১৩. ফিল্ড পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা (হাত গ্লাভস, মানসম্পন্ন মাস্ক ব্যবহার করা) নিশ্চিত করা ও নিরাপদ শারীরিক দুরত্ব (কম পক্ষে তিন ফুট) বজায় রাখা।

১৪. নির্ধারিত মেয়াদে ব্যবহার যোগ্য কোন পিপিই সামগ্রী যেমন-গ্লাভস, মাস্ক, গাউন, হেড কভার, সু-কভার ইত্যাদি ব্যবহারের মেয়াদ/সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এগুলো কোনভাবেই ব্যবহার না করা।

১৫. পুনঃব্যবহারযোগ্য পিপিই সামগ্রী/সেট যথাযথ উপায়ে জীবানুমুক্ত না করে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

১৬. একজনের ব্যবহৃত পিপিই সামগ্রী যেমন-গাউন, মাস্ক, গগলস, ফুলসেট পিপিই ইত্যাদি অন্যকেউ ব্যবহার না করা। একান্ত করতে হলে একজনের ব্যবহারের পর অবশ্যই যথাযথ উপায়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

১৭. ব্যবহৃত পিপিই সামগ্রী ও হাসপাতাল বর্জ্য প্রটোকল অনুযায়ী যথাযথ ভাবে অপসারন/ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১৮. কর্মরত গার্ডরা যেহেতু ক্লিনিকে অবস্থান করেন (অন্য কেউ ক্লিনিকে অবস্থান করলে তার ক্ষেত্রেও প্রযোয্য) সেহেতু তারা যেন অফিস সময়ের পরও রুমে অবস্থান করেন এবং একান্ত বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে করোনা সংক্রমন থেকে নিরাপদ থাকার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়ে বাইরে যান তা নিশ্চিত করনে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা।

১৯. সেবা কেন্দ্রসমূহ করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখতে নির্দেশনা/নিয়ম অনুযায়ী ক্লোরিন স্যলুশন (১:১০ অনুপাত) দিয়ে মেঝে ও (১:১০০ অনুপাত) আসবাব পরিস্কার করা এবং ২ ঘন্টা পরপর রোগী হাটা-চলা করেন এমন স্থানগুলোতে ক্লোরিন স্যলুশন (১:১০ অনুপাত) স্প্রে করতে হবে।

২০. প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মীগন নিজে করোনা সংক্রমন রোধে নিয়ম-কানুন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবেন এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের এবং সেবা কেন্দ্রসমূহে আগত সেবা গ্রহীতাদের এ ব্যপারে তথ্য প্রদান করবেন।

২১. উপরোক্ত নির্দেশনার বাইরেও করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে ও নিরাপদ রাখতে অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।